ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স -২১৭(আগরতলা, ১৬।৪)
কৈলাসহর, ১৬ এপ্রিল ২০১৮

কৈলাসহরে আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী পালিত

ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী সারা দেশে সামাজিক ন্যায় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ১৪ এপ্রিল ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী এবং আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুধাংশু দাস, বিধায়ক মবস্বর আলি, জেলা শাসক ড. সন্দীপ আর রাঠোর প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ বলেন, ভারত মহামানবের দেশ। ড. আম্বেদকর তাঁদেরই একজন। দলিত শ্রেণী ও মহিলাদের অধিকার আদায়ে তিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন। বহু প্রতিকূলতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অপমানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ড. আম্বেদকর এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানে বিধায়ক মবস্বর আলী বলেন, ড. আম্বেদকরের দর্শন ও ভাবনা আজও বড় বেশী প্রাসঙ্গিক। তা বাস্তবায়নই হবে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুধাংশু দাস বলেন, এক-ভারত শ্রেষ্ঠ-ভারত, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ-ত্রিপুরা এই শ্লোগানকে বাস্তবায়িত ও সার্থক করতে হলে ড. আম্বেদকরের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হবে। জেলা শাসক ড. সন্দীপ আর রাঠোর ভারতের সংবিধান প্রণেতা, ভারতরত্ন ড. আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি নিজে উচ্চ-শিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি ভারতবাসীকে সমতা ও স্বতন্ত্রতা দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে কৈলাসহর পুর-পরিষদের সদস্য নীতিশ দে তার আলোচনায় ড. আম্বেদকরকে ভারতীয় দর্শনের অন্যতম মুখ হিসাবে অভিহিত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা উন্নয়ন আধিকারিক বি এল রাঙ্খল। সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক কেশব কর। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের বীজাপুর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য সরাসরি দেখানো হয়।

****